বাংলা সাহিত্য

প্রাচীনযুগ থেকে মধ্যযুগ

প্রশ্ন সলভ

বাংলা আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিল? *(৪২তম বিসিএস)*

- ক. সংস্কৃত

  খ. বাংলা

  গ. অস্ট্রিক

  ঘ. হিন্দি

অস্ট্রিক

- বাংলা আদি অধিবাসীগণ অস্ট্রিক ভাষাভাষী ছিল এবং এরা
- বর্তমান সাঁওতাল, কোল, ভূমিজ, মুন্ডা, শবর, ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ।
- এই আদিম জনগোষ্ঠী অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছিল।

বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে কোন ভাষা থেকে? *(১৭তম বিসিএস)*

- ক. সংস্কৃত

  খ. পালি

  গ. প্রাকৃত

  ঘ. অপভ্রংশ

প্রাকৃত অপভ্রংশ

- বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃত অপভ্রংশ ভাষা থেকে।
- প্রাকৃত ভাষা বলতে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে লোকমুখে প্রচলিত স্বাভাবিক ভাষাগুলিকে বোঝায়।
- প্রাকৃত ভাষাগুলি ইন্দো - ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের।

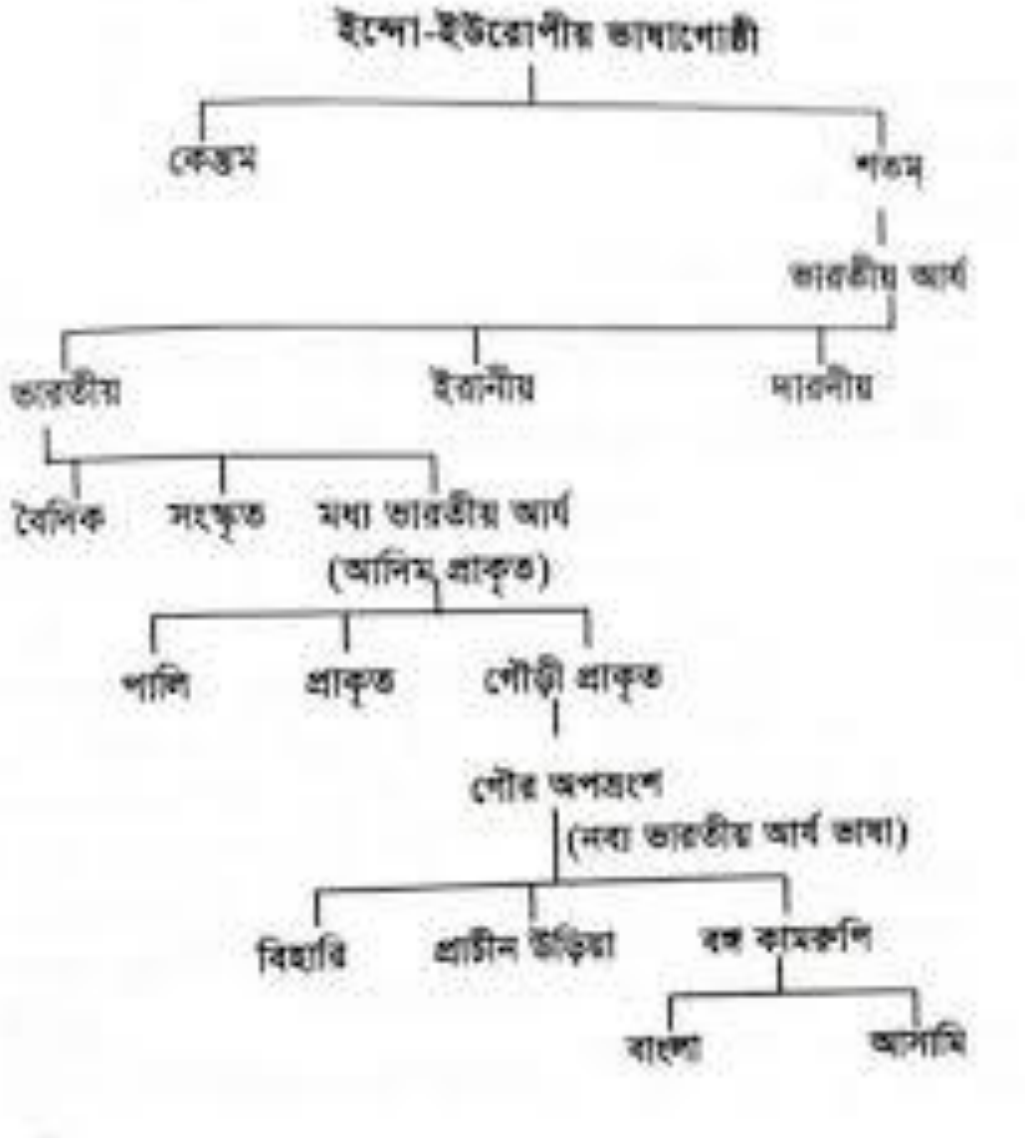
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী
কেন্তুম
শতম্
ভারতীয় আর্য
ভারতীয়
ইরানীয়
দারদীয়
বৈদিক
সংস্কৃত
মধ্য ভারতীয় আর্য
(আদিম প্রাকৃত)
পালি
প্রাকৃত
গৌড়ী প্রাকৃত
গৌড় অপভ্রংশ
(নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা)
বিহারি
প্রাচীন উড়িয়া
বঙ্গ কামরুপি
বাংলা
আসামি

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল কোনটি? *(১৪তম বিসিএস)*

- ক. দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী

  খ. একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী

  গ. দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী

  ঘ. ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী

- বাংলা ভাষার আদিস্তর হল সেই সময়কাল যখন বাংলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত থেকে বিবর্তিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত হয়।

বাংলা ভাষার আদিস্তরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল:

- বৌদ্ধ ধর্মের সূত্র ও গ্রন্থাবলী
- হিন্দু ধর্মের পুরাণ ও কাহিনী
- নাথ ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা
- রাজা ও সভাসদদের প্রশস্তি

এই নিদর্শনগুলি থেকে বাংলা ভাষার আদিস্তরের শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণগত কাঠামো ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি জানা যায়।

বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের সময়কাল – *(প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ২৪)*

- ক. ৪০০–৮০০ খ্রি.

  খ. ৫০০–১০০০ খ্রি.

  গ. ৭০০–১৪০০ খ্রি.

  ঘ. ৬৫০–১২০০ খ্রি.

৬৫০-১২০০ খ্রি.

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাস প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত:

- আদিযুগ বা প্রাচীন যুগ (আনুমানিক ৬৫০ খ্রি. মতান্তরে ৯৫০ খ্রি.–১২০০ খ্রি.)
- মধ্যযুগ (১২০১ খ্রি.–১৮০০ খ্রি.)
- আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রি.–বর্তমান কাল)

বাংলা ভাষার মধ্যযুগের সময়কাল – *(প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৬)*

- ক. ১২০১ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ

  খ. ৬০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ

  গ. ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ

  ঘ. ৮০০ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ

১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ

- ১২০৪ সালে গৌড়ে তুর্কি আক্রমণের সময় থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত **সময়কালকে বাংলা** সাহিত্যের মধ্যযুগ বলা হয়।

চর্যাপদের কবিরা ছিলেন – *(৪৬তম বিসিএস)*

- ক. মহাযানী বৌদ্ধ

  খ. বজ্রযানী বৌদ্ধ

  গ. বাউল

  ঘ. সহজযানী বৌদ্ধ

সহজযানী (বজ্রযান থেকে উদ্ভূত)

- চর্যার কবিরা মূলত ছিলেন সাধক, যাদের বৌদ্ধ সহজিয়া চিন্তাভাবনা ও সাধনপদ্ধতির প্রতিফলন তাদের রচনায় পাওয়া যায়।
- তারা বিভিন্ন অঞ্চলের, যেমন পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, রাঢ়, বিহার, ওড়িশা, অসম ও কামরূপের বাসিন্দা ছিলেন।

চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করেন কে? *(৪৫তম বিসিএস)*

- ক. প্রবোধচন্দ্র বাগচী

  খ. যতীন্দ্রমোহন বাগচী

  গ. প্রফুল্লমোহন বাগচী

  ঘ. প্রণয়ভূষণ বাগচী

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

- চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করেন **প্রবোধচন্দ্র বাগচী**। তিনি **১৯৩৮** সালে মুনিদত্তের টীকা 'নির্মল গিরাটীকা'-এর তিব্বতি অনুবাদটি আবিষ্কার করেন, যা কীর্তিচন্দ্র বা চন্দ্রকীর্তি অনুবাদ করেছিলেন।

কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে? *(৪২তম বিসিএস)*

- ক. চর্যাপদ

খ. পদাবলি

গ. গীতগোবিন্দ

ঘ. চৈতন্যজীবনী

চর্যাপদ

- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা' বা 'সান্ধ্য ভাষা' বলেছেন।
- তাঁর মতে, এই ভাষা হলো আলো-আঁধারি ভাষা, যা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য এবং সহজিয়া ধর্মের গোপন বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

চর্যাপদের টীকাকারের নাম কী? *(৪১তম বিসিএস)*

- ক. মীননাথ

  খ. প্রবোধচন্দ্র বাগচী

  গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

  ঘ. মুনিদত্ত

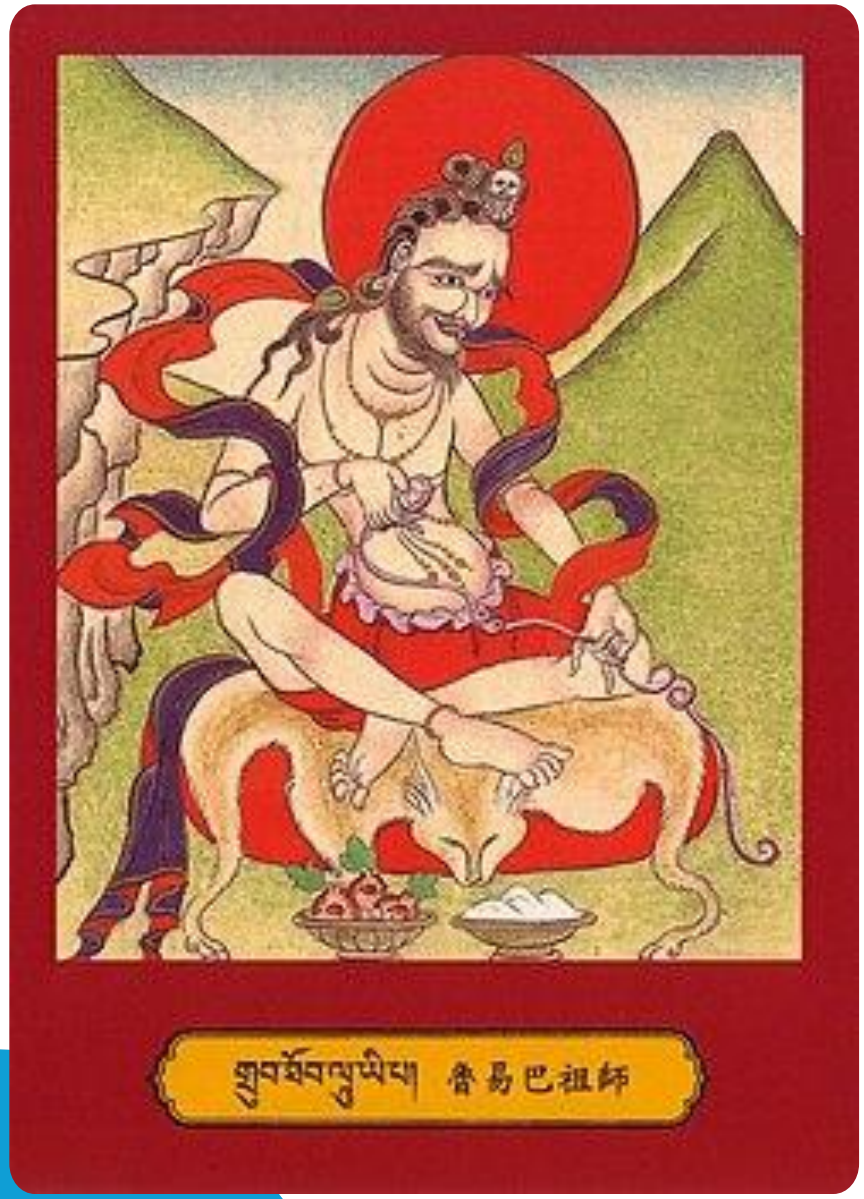

মুনিদত্ত

- চর্যাপদের টীকাকারের নাম **মুনিদত্ত**। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'চর্যাগীতি-কোষবৃত্তি' নামে টীকাটি রচনা করেছিলেন।

চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে? *(৪০তম বিসিএস)*

- ক. খ্রিষ্টধর্ম

  খ. প্যাগনিজম

  গ. জৈনধর্ম

  ঘ. বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্ম

- চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া মতের কথা আছে। এই ধর্মমতে, বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থীরা দেহ সাধনার মাধ্যমে মোক্ষ লাভের কথা বলেন।
- বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া মতে 'শূন্যতা' (ইহজগতের মূল্যহীনতা) এবং 'করুণা' থেকে 'বোধিসত্ত্বলাভ' হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কার? *(৩৫তম বিসিএস)*

- ক. লুইপা

  খ. ভুসুকুপা

  গ. শবরপা

  ঘ. কাহ্নপা

কাহ্নপা

- সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে **কাহ্নপা** বা **কাহ্নপা**র রচনায়, যার মোট পদের সংখ্যা **১৩**টি। তাকে চর্যার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবেও গণ্য করা হয়।

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ আবিষ্কৃত হয় কত সালে?

(৩৪তম/৩০তম বিসিএস)

- ক. ২০০৭ সালে

খ. ১৯০৭ সালে

গ. ১৯১৬ সালে

ঘ. ১৯০৯ সালে

১৯০৭ সালে

- ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে এর পুথি আবিষ্কার করেন। তাঁরই সম্পাদনায় ৪৭টি পদবিশিষ্ট পুথিখানি হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা (১৯১৬) নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন? *(৩০তম বিসিএস)*

- ক. গোবিন্দদাস

খ. কায়কোবাদ

গ. কাহ্নপা

ঘ. ভুসুকুপা

ভুসুকুপা

- চর্যাপদের ৪৯ নং পদে ভুসুকুপা নিজেকে "বাঙালি" বলে উল্লেখ করেছেন, *"আজি ভুসুক বঙ্গালী ভইলী। ণিঅ ঘরিণী চন্ডালে লেলী।"*
- অন্যদিকে, মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিম তার রচনায় নিজেকে "বাঙালি" বলতে গর্ববোধ করেছেন বলে জানা যায়।

বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? *(২৯তম বিসিএস)*

- ক. কাহ্নপা

  খ. চেগুনপা

  গ. লুইপা

  ঘ. ভুসুকুপা

লুইপা

- ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১ নং পদের পদকর্তা হিসেবে লুইপার নাম পান। তাই, তার মতে বাংলা সাহিত্যের আদি কবি লুইপা।
- কিন্তু ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের আদি কবি হলো শবরপা।

বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যসংকলন ‘চর্যাপদ’-এর আবিষ্কারক কে?

(১৭তম বিসিএস)

- ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

খ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ. ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ঘ. ড. সুকুমার সেন

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

- তার আসল নাম ছিল **হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য**। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা।
- এ ছাড়া, তিনি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিতম্ বা রামচরিতমানস পুঁথির সংগ্রাহক।
- তার বিখ্যাত বইগুলি হল বাল্মীকির জয়, মেঘদূত ব্যাখ্যা, বেণের মেয়ে (উপন্যাস), কাঞ্চনমালা (উপন্যাস), সচিত্র রামায়ণ, প্রাচীন বাংলার গৌরব ও বৌদ্ধধর্ম।

চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? *(প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ২৪)*

- ক. স্বরবৃত্ত

  খ. অক্ষরবৃত্ত

  গ. নিম্নবৃত্ত

  ঘ. মাত্রাবৃত্ত

মাত্রাবৃত্ত

- চর্যাপদের ভাষা মূলত প্রাচীন বাংলা। এর পদগুলো প্রাচীন কোন ছন্দে রচিত তা আজ বলা সম্ভব নয়।
- কারও মতে, চর্যাপদ চার মাত্রার চালভিত্তিক ষোল মাত্রার পাদাকুলক ছন্দ, কারও মতে, পজঝটিকা ছন্দ, কারও মতে, অপভ্রংশ - অবহট্ঠ রচনায় ব্যবহৃত ছন্দের অনুকরণ।
- তবে আধুনিক ছন্দের বিচারে চর্যাপদের পদগুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। মাত্রাবৃত্ত রীতিতে গঠিত হলেও মাত্রাবৃত্তের বর্তমান সুনির্দিষ্ট গণনা পদ্ধতি এতে মানা হয়নি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম কোথা থেকে ‘চর্যাপদ’ আবিষ্কার করেন? *(প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ২২)*

- ক. চীনের রাজদরবার
- খ. ভারতের গ্রন্থাগার
- গ. নেপালের রাজদরবার
- ঘ. শ্রীলংকার গ্রন্থাগার

নেপালের রাজদরবারের ‘রয়েল লাইব্রেরি’ থেকে

বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন – *(প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১০)*

ক. চর্যাপদ

খ. বৈষ্ণব পদাবলি

গ. ঐতরেয় আরণ্যক

ঘ. দোহাকোষ

চর্যাপদ

- বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন হিসেবে " চর্যাপদ" কে অভিহিত করা হয়। ২৩ জন মতান্তরে ২৪ জন কবির সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের সংকলন এটি।
- গানেরও সংকলন, আবার কবিতারও।

‘শূন্যপুরাণ’-এর রচয়িতা কে? *(৩২তম বিসিএস)*

- ক. রামাই পণ্ডিত

  খ. হলায়ুধ মিশ্র

  গ. কাহ্নপা

  ঘ. কুকুরীপা

রামাই পণ্ডিত

- শূন্যপুরাণ কবি রামাই পণ্ডিত দ্বারা রচিত একটি বাংলা চম্পুকাব্য (গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত)
- এতে ৫১টি অধ্যায় রয়েছে যার প্রথম ৫টিতে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বর্ণিত রয়েছে।
- 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামে শূন্যপুরাণের একটি অংশ আছে।

কোন সময়কে বাংলা সাহিত্যের ‘অন্ধকার যুগ’ বলা হয়?

- ক. ১২০১–১৩৫০

  খ. ৬০০–৯৫০

  গ. ১৩৫১–১৫০০

  ঘ. ৬০০–৭৫০

১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ

- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলতে সাধারণত ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বোঝানো হয়।
- তবে, কেউ কেউ এই সময়কালকে 'বন্ধ্যা যুগ' না বলে সীমিত আকারে সাহিত্যচর্চার সময় হিসেবেও বিবেচনা করেন।
- এসময়ের সাহিত্য নিদর্শন: ১. প্রাকৃত ভাষার গীতি কবিতার সংকলিত গ্রন্থ ‘প্রাকৃত পৈঙ্গল’ ২. রামাই পন্ডিত রচিত ‘শূন্যপুরাণ’ (গদ্যপদ্য মিশ্রিত) ৩. হলায়ুধ মিশ্র রচিত ‘সেক শুভোদয়া’ (গদ্যপদ্য মিশ্রিত) ৪. ডাক ও খনার বচন

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে?

- ক. নেপালের রাজদরবার থেকে

  খ. গোয়ালঘর থেকে

  গ. পাঠশালা থেকে

  ঘ. কান্তজীর মন্দির থেকে

গোয়ালঘর থেকে

- ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যটি ১৯০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এটি আবিষ্কার করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের রচয়িতা কে?

- ক. জ্ঞানদাস

  খ. দীনচণ্ডীদাস

  গ. বড়ু চণ্ডীদাস

  ঘ. দীনহীন চণ্ডীদাস

বড়ু চণ্ডীদাস

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হল বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা একটি মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য।
- এই কাব্যটিকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের একমাত্র বাংলা আখ্যানকাব্য তথা বৌদ্ধ সহজিয়া সংগীত-সংগ্রহ চর্যাপদের পর বাংলা ভাষার আবিষ্কৃত দ্বিতীয় প্রাচীনতম নিদর্শন।

‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের রচয়িতা জয়দেব কার সভাকবি ছিলেন?

(৪৫তম বিসিএস)

- ক. শশাঙ্কদেবের
- খ. লক্ষ্মণসেনের
- গ. যশোবর্ধনের
- ঘ. হর্ষবর্ধনের

রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি

- জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামদেবী; আর তাঁর স্ত্রী হলেন পদ্মাবতী।
- সংস্কৃত সাহিত্য এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে জয়দেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।
- জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের অন্যতম; অপর চারজন হলেন গোবর্ধন আচার্য, শরণ, ধোয়ী ও উমাপতিধর।

বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন? *(৪৪তম বিসিএস)*

- ক. মারাঠি

  খ. হিন্দি

  গ. মৈথিলি

  ঘ. গুজরাটি

মৈথিলি

- বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতকের মৈথিলি কবি।
- কবি বিদ্যাপতি ‘মৈথিল কোকিল’ ও 'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাত।
- বঙ্গদেশে তাঁর পদাবলি ব্রজবুলি নামক একটি কৃত্রিম মিশ্র ভাষায় পাওয়া যায়, যা মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রণ। তিনি মৈথিলি, সংস্কৃত ও অবহট্ঠ ভাষাতেও অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত? *(৪০তম বিসিএস)*

- ক. সান্ধ্যভাষা

  খ. অধিভাষা

  গ. ব্রজবুলি

  ঘ. সংস্কৃত ভাষা

ব্রজবুলি

- ব্রজবুলি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় কাব্যভাষা বা উপভাষা। ব্রজবুলি মূলত এক ধরনের কৃত্রিম মিশ্রভাষা।
- মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রিত রূপ হলো ব্রজবুলি **ভাষা**।
- মিথিলার কবি বিদ্যাপতি (আনু. ১৩৭৪ - ১৪৬০) এর উদ্ভাবক।
- বাংলার কবি গোবিন্দ দাস এই ভাষায় পদ রচনা করেছেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এই ভাষাতেই রচনা করেছেন।

বিদ্যাপতি কোন রাজসভার কবি ছিলেন? *(৩৮তম/২৮তম বিসিএস)*

ক. নবদ্বীপের

খ. বৃন্দাবনের

গ. মিথিলার

ঘ. বর্ধমানের

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি

“রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর”—এর রচয়িতা কে?

(২৬তম বিসিএস)

- ক. চণ্ডীদাস

খ. জ্ঞানদাস

গ. বিদ্যাপতি

ঘ. লোচনদাস

জ্ঞানদাস

- জাহ্নবার দাস, নিত্যানন্দের ভাবশিষ্য চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর কবি জ্ঞানদাস (ষোড়শ শতাব্দী)

- চণ্ডীদাস 'রসপদ্মে অলি' একথা বলেছেন – জ্ঞানদাস।
- জ্ঞানদাস আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদ রচনায় শ্রেষ্ঠ ।
- 'পদ কল্পতরু'তে জ্ঞানদাসের ভূমিকায় পাওয়া পদের সংখ্যা ১৮৬টি ।
- শ্রী সুকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক আবিষ্কৃত 'যশোদার বাৎসল্য' নামে পুঁথিটি জ্ঞানদাসের ভনিতায় ২০টি পদ স্থান পেয়েছে।

জ্ঞানদাস একজন উৎকৃষ্ট পদাকার ছিলেন। তাঁর কিছু স্মরনীয় পদ আছে। যেমন, 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' কিংবা 'সুখের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিনু' ইত্যাদি।

পদাবলির প্রথম কবি কে? *(২২তম বিসিএস)*

- ক. শ্রীচৈতন্যদেব

  খ. বিদ্যাপতি

  গ. চণ্ডীদাস

  ঘ. জ্ঞানদাস

বিদ্যাপতি

- বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস (আনুমানিক ১৩৭০ - ১৪৩৩খ্রি.)
- কিন্তু পদাবলির প্রথম কবি বিদ্যাপতি।

‘ব্রজবুলি’ বলতে কী বোঝায়? *(২১তম বিসিএস)*

- ক. ব্রজধামে কথিত ভাষা

  খ. এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা

  গ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল

  ঘ. মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা

এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা

- 'ব্রজবুলি' হলো মৈথিলী ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে গঠিত এক প্রকার কৃত্রিম কবিভাষা।
- তবে ব্রজবুলি শব্দের অর্থ হলো “ব্রজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জীবনী কথা”

“সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই”—চরণটির রচয়িতা কে? *(প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ২২)*

- ক. চণ্ডীদাস

  খ. গোবিন্দদাস

  গ. মুকুন্দদাস

  ঘ. বৃন্দাবনদাস

সহজিয়া ভাবধারায় পদাবলীর কবি চণ্ডীদাস রচিত মানবিক প্রেমের কয়েকটি পদ —

- "ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না জানয়ে তারে।
  প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে সেই সে চিনিতে পারে।।"
- "মরম না জানে, ধরম ব্যাখানে, এমন আছয়ে যারা।
  কাজ নাই সখী, তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তারা।
  আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে – ভিতর দুয়ার খোলা।"
- "কহে চণ্ডীদাস, কানুর পিরীতি – জাতিকুলশীল ছাড়া।"
- "প্রণয় করিয়া ভাঙ্গয়ে যে। সাধন-অঙ্গ পায় না সে।"
- "কি লাগিয়া ডাকরে বাঁশী আর কিবা চাও।
  বাকি আছে প্রাণ আমার তাহা লৈয়া যাও। "

সহজিয়া গুরুবাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি লেখেন,

- "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য,
  তাহার উপরে নাই।"

‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের উপাস্যা

‘চণ্ডী’ কার স্ত্রী? *(৪৪তম বিসিএস)*

- ক. জগন্নাথ

  খ. বিষ্ণু

  গ. প্রজাপতি

  ঘ. শিব

শিব

- ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের উপাস্য দেবী চণ্ডী হলেন শিবের স্ত্রী। চণ্ডীর অপর নাম হলো পার্বতী বা গিরিজা এবং তিনি গণেশ ও কার্তিকের জননী হিসেবেও পরিচিত।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি-মানিক দত্ত। চণ্ডীমঙ্গলের দুইটি উপাখ্যান আছে।

মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী? *(২৮তম বিসিএস)*

- ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

  খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

  গ. রামরাম বসু

  ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনকাল ১৭১২ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ।
- তিনি আঠারো শতকের মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি।
- তিনি ছিলেন নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি।
- তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য (১৭৫২-৫৩) রচনা।
- তাকে মধ্যযুগের শেষ বড় কবি বলা হয়।

“আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে”—এই প্রার্থনাটি করেছেন কে? *(২৫তম বিসিএস)*

- ক. ভাঁড়ুদত্ত

  খ. চাঁদ সওদাগর

  গ. ঈশ্বরী পাটনী

  ঘ. নলকুবের

ঈশ্বরী পাটনী

- "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে" এই প্রার্থনাটি করেছেন ঈশ্বরী পাটনী। এই উক্তিটি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে পাওয়া যায়।

‘মঙ্গলকাব্য’সমূহের বিষয়বস্তু মূলত— *(প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ০৯)*

- ক. মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থার বর্ণনা

  খ. লোকসংগীত

  গ. ধর্মবিষয়ক আখ্যান

  ঘ. পীর পাঁচালী

ধর্মবিষয়ক আখ্যান

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণি হিন্দু সমাজের ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য **মঙ্গলকাব্য** নামে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে, যে কাব্যে দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হয়, যে কাব্য শ্রবণেও মঙ্গল হয় এবং বিপরীতে হয় অমঙ্গল; যে কাব্য মঙ্গলাধার, এমন কি, যে কাব্য ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয় তাকে বলা হয় মঙ্গলকাব্য।

জীবনীসাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে কাকে কেন্দ্র করে? *(৪১তম বিসিএস)*

- ক. শ্রীচৈতন্যদেব

  খ. কাহ্নপা

  গ. বিদ্যাপতি

  ঘ. রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীচৈতন্যদেব

- বাংলা সাহিত্যে একটি পংক্তি না লিখলেও শ্রী চৈতন্যদেবের নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যের জীবনীকাব্য মূলত তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে।
- শ্রী চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থের নাম বৃন্দাবন দাস রচিত ‘চৈতন্য-ভাগবত’; শ্রী চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থের নাম লোচন দাস রচিত 'চৈতন্য-মঙ্গল’: শ্রী চৈতন্যদেবের সবচেয়ে তথ্যবহুল জীবনীগ্রন্থের নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত'।

জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত কবি কে? *(৪০তম বিসিএস)*

- ক. ফকির গরীবুল্লাহ

  খ. নরহরি চক্রবর্তী

  গ. বিপ্রদাস পিপিলাই

  ঘ. বৃন্দাবন দাস

বৃন্দাবন দাস

- বৃন্দাবন দাস একজন মধ্যযুগীয় এবং পদাবলী সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ছিলেন। বর্ধমানের কাছে দেনুর গ্রামে ১৬ শতকের শুরুতে জন্ম।
- তাঁর রচিত শ্রীচৈত্যন্যদেবের জীবনী চৈত্যন্যভাগবত সবচেয়ে পুরোনো যা বৈষ্ণব সমাজে বেদব্যাস হিসাবে বিখ্যাত।
- তাঁর রচিত গোপিকামোহন কাব্যও বৈষ্ণব সমাজের আদরের বস্তু।

‘গোরক্ষবিজয়’ কাব্য কোন ধর্মমতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত?

(৩৭তম প্রিলি)

- ক. শৈবধর্ম

  খ. বৌদ্ধ সহজযান

  গ. নাথধর্ম

  ঘ. কোনটি নয়

নাথধর্ম

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের নাথধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত শেখ ফয়জুল্লার একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'গোরক্ষ বিজয়'। এ কাব্যের কাহিনীতে নাথবিশ্বাস-জাত যোগের মহিমা এবং নারী - ব্যভিচারপ্রধান সমাজচিত্র রূপায়িত হয়েছে।
- শেখ ফয়জুল্লার আরো কয়েকটি গ্রন্থ : গাজীবিজয় সত্যপীর, রাগনামা, জয়নালের চৌতিশা ।
- উল্লেখ্য, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে শৈবধর্ম মিশে নাথধর্মের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয় ।

‘খনার বচন’-এর মূলভাব কী? *(৯ম বিসিএস)*

- ক. শুদ্ধ জীবনযাপন

  খ. রীতিনীতি

  গ. সামাজিক মঙ্গলবোধ

  ঘ. রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি

শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি

- এই বচনগুলো মূলত কৃষি, জ্যোতিষশাস্ত্র, আবহাওয়া এবং জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়, যা গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনকে সহজ ও উন্নত করতে সাহায্য করে।
- আনুমানিক ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত।

‘পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক কে? *(৩৭তম বিসিএস)*

- ক. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

  খ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

  গ. চন্দ্রকুমার দে

  ঘ. ড. দীনেশচন্দ্র সেন

চন্দ্রকুমার দে

- 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালাসমূহের প্রধান সংগ্রাহক হলেন চন্দ্রকুমার দে। দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহ ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি এই পালাগুলো সংগ্রহ করেন।
- বাংলা সাহিত্যে তিন ধরনের গীতিকা প্রচলিত রয়েছে। যথা : নাথ গীতিকা , মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
- পূর্ববঙ্গ গীতিকার উল্লেখযোগ্য পালা : মইষাল বন্ধু, ভেলুয়া, কমলারানী , দেওয়ান ঈসা খাঁ, আয়না বিবি, শিলাদেবী বণ্ডুলার বারমাসী, ভারাইয়া রাজা। এসব পালা দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা ' নামে ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

‘ঠাকুরমার ঝুলি’ কী জাতীয় রচনা সংকলন? *(৩০তম বিসিএস)*

- ক. রূপকথা

  খ. ছোটগল্প

  গ. গ্রাম্যগীতিকা

  ঘ. উপকথা

রূপকথার সংকলন

- এই গ্রন্থের সংকলক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।
- দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রূপকথার গল্পগুলো সংগ্রহ করেছিলেন তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন।

Ballad কী? *(২৩তম বিসিএস)*

- ক. লোকগীতি

  খ. লোকগাথা

  গ. গীতিকা

  ঘ. প্রেমগীতি

গীতিকা

- Ballad শব্দের বাংলা পরিভাষা 'গীতি - কাহিনীকাব্য' বা 'গীতিকা'। এটা একটা গান, গল্প বা গল্প ও কথা - যার কোনো সাহিত্যিক রুপ নেই বা সাহিত্যের ভাণ্ডারে লিখিত হয়ে বিধৃত হয়নি। এটা অলিখিত অবস্থায় লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে এবং যার মধ্যে রয়েছে একটি কাহিনী বা গল্প।

মৈমনসিংহ গীতিকার ‘মহুয়া’ পালার রচয়িতা কে? *(২৬তম বিসিএস)*

ক. চন্দ্রাবতী

খ. দ্বিজ কানাই

গ. মনসুর বয়াতি

ঘ. দ্বিজ ঈশান

মহুয়া (দ্বিজ কানাই)

- মহুয়া (দ্বিজ কানাই)
- মলুয়া (এই পালাটির সূচনাতে কবি চন্দ্রাবতীর একটি বন্দনা রয়েছে বলে এর রচয়িতা হিসেবে চন্দ্রাবতীকে মনে করা হয়)
- চন্দ্রাবতী (রচয়িতা নয়নচাঁদ ঘোষ)
- কমলা (দ্বিজ ঈশান রচিত)
- দেওয়ান ভাবনা (চন্দ্রাবতী প্রণীত)
- দস্যু কেনারামের পালা (রচয়িতা চন্দ্রাবতী)
- রূপবতী
- কঙ্ক ও লীলা (দামোদর দাস, রঘুসুত, শ্রীনাথ বেনিয়া এবং নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত)
- কাজলরেখা
- দেওয়ানা মদিনা (রচয়িতা মনসুর বয়াতী)

লোকসাহিত্য কাকে বলে? *(প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৮)*

ক. গ্রামের অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকদের সৃষ্ট রচনাকে

খ. লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনি, গান, ছড়া ইত্যাদিকে

গ. গ্রামীণ নরনারীর প্রণয় সংবলিত উপাখ্যানকে

ঘ. সাধারণের কল্যাণে দেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে

লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, গান, ছড়া ইত্যাদিকে বলা লোকসাহিত্য

- লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা; এর মধ্য দিয়ে জাতির আত্মার স্পন্দন শোনা যায়।
- তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে ‘জনপদের ‘হৃদয়-কলরব’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
- লোকসাহিত্যকে প্রধানত লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা ও প্রবাদ এই আটটি শাখায় ভাগ করা যায়।

‘হপ্তপয়কর’ কার রচনা? *(৩৫তম বিসিএস)*

- ক. জৈনুদ্দিন

  খ. সৈয়দ আলাওল

  গ. দীনবন্ধু মিত্র

  ঘ. অমিয় দেব

সৈয়দ আলাওল

- সৈয়দ আলাওল রচিত 'হপ্তপয়কর' কাব্যটি পারস্য কবি নিজামী গঞ্জভীর কাব্যের ভাবানুবাদ। তিনি মাগন ঠাকুরের নির্দেশে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে এটি রচনা করেন।
- এ কাব্যে আরব ও আজমের অধিপতি নোমানের পুত্র বাহরামের রাজ্যলাভ এবং তার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

‘পরাগলী মহাভারত’ খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদক কে? *(৩১তম বিসিএস)*

- ক. সঞ্জয়

  খ. কবীন্দ্র পরমেশ্বর

  গ. শ্রীকর নন্দী

  ঘ. কাশীরাম দাস

কবীন্দ্র পরমেশ্বর

- বাংলা ভাষায় মহাভারত কাব্যের প্রথম অনুবাদক 'পরাগলী মহাভারতের 'লেখক কবীন্দ্র পরমেশ্বর।
- গৌড়েশ্বর সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের (১৪৯৩ - ১৫১৮) সেনাপতি লস্কর পরাগল খানের উৎসাহে কবি এ কাব্য রচনা করেছিলেন বলে কাব্যটি 'পরাগলী মহাভারত' নামে খ্যাত।

মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য কোনটি? *(১২তম বিসিএস)*

- ক. পদ্মাবতী

  খ. চন্দ্রাবতী

  গ. ইউসুফ-জোলেখা

  ঘ. লায়লী-মজনু

ইউসুফ-জোলেখা

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর, গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৯৩ - ১৪০৯ খ্রিষ্টাব্দ) ইউসুফ - জোলেখা কাব্য রচনা করেন।
- শাহ মুহম্মদ সগীর ছাড়াও মধ্যযুগের আরো অনেক কবি ইউসুফ-জোলেখা নাম দিয়ে কাব্য রচনা করেন। তার মধ্যে আবদুল হাকিম, শাহ গরিবুল্লাহ, গোলাম সফাতুল্লাহ, সাদেক আলী এবং ফকির মোহাম্মদ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষার প্রথম মুসলমান কবি কে? *(প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৬)*

- ক. শাহ মুহম্মদ সগীর

  খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

  গ. শামসুর রাহমান

  ঘ. কবি কঙ্ক

শাহ মুহাম্মদ সগীর

- বাংলা ভাষায় প্রথম মুসলমান কবির নাম শাহ মুহাম্মদ সগীর। তিনি মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রাচীন কবি।
- কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের জন্ম আনুমানিক ১৪ থেকে ১৫ শতক। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ এর রাজকর্মচারী ছিলেন।
- ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে বিবেচনা করেছেন।

মহাকবি আলাওল রচিত কাব্য কোনটি? *(৪২তম বিসিএস)*

- ক. চন্দ্রাবতী

  খ. পদ্মাবতী

  গ. মধুমালতী

  ঘ. লাইলী-মজনু

পদ্মাবতী

- আরাকান রাজসভার কবি আলাওল রচিত কাব্যগুলো হলো পদ্মাবতী, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, হপ্তপয়কর, তোহফা, সিকান্দরনামা, রাগতালনামা, পদাবলী প্রভৃতি।

‘চন্দ্রাবতী’ কী? *(৩৮তম বিসিএস)*

ক. নাটক

খ. কাব্য

গ. পদাবলি

ঘ. পালাগান

কাব্য

- আরাকান রাজসভায় অমাত্য কোরেশী মাগন ঠাকুর রচিত কাব্য 'চন্দ্রাবতী'। তিনি কবি আলাওলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
- ভদ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরভান মন্ত্রীপুত্র সুতের সহায়তায় কীভাবে সরন্দ্বীপ রাজকন্যা অপূর্বসুন্দরী চন্দ্রাবতীকে লাভ করেছিলেন তা - ই এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

‘তোহফা’ কাব্যটি কে রচনা করেন? *(৩৬তম বিসিএস)*

ক. দৌলত কাজী

খ. মাগন ঠাকুর

গ. সাবির খান

ঘ. আলাওল

- তোহফা কাব্যটি রচনা করেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি সৈয়দ আলাওল। এটি একটি নীতিকাব্য

লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে? *(২৭তম বিসিএস)*

ক. আলাওল

খ. কোরেশী মাগন ঠাকুর

গ. দৌলত কাজী

ঘ. সৈয়দ সুলতান

দৌলত কাজী

- পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত বর্ণনামূলক গল্পকে লোককাহিনী বা লৌকিক কাহিনী বলা হয়। এর মূল ভিত্তি কল্পনা। স্বর্গ–মর্ত্য–পাতাল পর্যন্ত গল্পের আখ্যানের সীমানা বিস্তৃত। দেব–দৈত্য, জিন–পরী, রাক্ষস–খোক্ষস, রাজা–প্রজা, সাধু–সন্ন্যাসী, পীর–ফকির, কৃষক–তাঁতি, কামার–কুমার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লৌকিক কাহিনী রচিত হয়।
- লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা হিসেবে দৌলত কাজীই অগ্রগণ্য। তিনি ‘সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী’ কাব্য রচনা করে মানবীয় আখ্যায়িকার ধারা প্রবর্তন করেন।

কোন দুজন আরাকান রাজসভার কবি ছিলেন? *(প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৩)*

- ক. সৈয়দ সুলতান ও মুহম্মদ কবির

  খ. মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজী

  গ. কাশীরাম দাস ও মহাকবি আলাওল

  ঘ. মহাকবি আলাওল ও সৈয়দ সুলতান

মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজী

- মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজী আরাকান রাজসভার কবি।
- আরাকানের অধিবাসীরা সাধারণভাবে বাংলাদেশ মগ নামে পরিচিত।
- আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় যেসকল প্রতিভাবান কবি সাহিত্যিক এর আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আব্দুল করিম খন্দকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঁচালিকার হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি কার ছিল? *(৪১তম বিসিএস)*

ক. দাশরথি রায়

খ. রামনিধি গুপ্ত

গ. ফকির গরীবুল্লাহ

ঘ. রামরাম বসু

দাশরথি রায়

- পাঁচালি হল একটি লোকসংগীতের ধারা, যেখানে গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে কোনো আখ্যান বা গল্প বলা হয়। 'পঞ্চাঙ্গ' (গান, বাজনা, ছড়া, লড়াই, নাচ) বা 'পঞ্চাল' (স্থান) শব্দ থেকে এর উৎপত্তি।
- দাশরথি রায় ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি, স্বভাবকবি এবং পাঁচালিকার। তিনি বিভিন্ন বিষয়ক ৬৪টি পালাভুক্ত প্রায় ৬৭৫টি গান রচনা করেছিলেন।

শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত কবি কে? *(প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক)*

- ক. রামনিধি গুপ্ত

  খ. দাশরথি রায়

  গ. এন্টনি ফিরিঙ্গি

  ঘ. রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদ সেন

- শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত কবি হলেন **রামপ্রসাদ সেন**। তাকে শাক্ত পদাবলির প্রবর্তক হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তার রচিত শ্যামা সংগীত বা 'রামপ্রসাদী' গানগুলি আজও খুব জনপ্রিয়।
- তার পরবর্তীকালে কমলাকান্ত ভট্টাচার্যও শাক্ত পদাবলির একজন অন্যতম প্রধান কবি ছিলেন। কাজী নজরুলও শ্যামাসঙ্গীত লিখেছেন।

এন্টনি ফিরিঙ্গি কী জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা?

- ক. কবিগান

  খ. পুঁথি সাহিত্য

  গ. নাথ সাহিত্য

  ঘ. বৈষ্ণব পদসাহিত্য

কবিগান

- অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি বা হ্যান্সম্যান অ্যান্টনি (ইংরেজি: Anthony Firingee বা Hensman Anthony) (১৭৮৬ – ১৮৩৬), যিনি প্রথম ইউরোপীয় বাংলা ভাষার কবিয়াল। তিনি একজন পর্তুগীজ।
- তার অন্যতম জনপ্রিয় গানটি হল *'সাধন ভজন জানিনে মা, জেতে তো ফিরিংগি'*। তিনি সৌদামিনি নামক এক হিন্দু ব্রাহ্মণ নারীকে সতীদাহ হওয়ার থেকে উদ্ধার করেন ও বিবাহ করেন।

কবিগানের প্রথম কবি কে? *(৩০তম বিসিএস)*

- ক. গোঁজলা গুই

  খ. হরু ঠাকুর

  গ. ভবানী ঘোষ

  ঘ. নিভাই বৈরাগী

গোঁজলা গুই

- আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমদিকে সমাজে কবি গানের প্রচলন ছিল।
- যারা কবি গান করতেন তাদের হিন্দু সমাজে কবিয়াল ও মুসলিম সমাজে শায়ের বলা হতো।
- কবিওয়ালাদের যিনি প্রাচীন তার নাম গেঁজলা গুই।

‘বটতলার পুঁথি’ বলতে কী বোঝায়? *(১২তম বিসিএস)*

- ক. মধ্যযুগীয় কাব্যের হস্তলিপি পাণ্ডুলিপি

  খ. বটতলা নামক স্থানে রচিত কাব্য

  গ. দোভাষী ভাষায় রচিত পুঁথি সাহিত্য

  ঘ. অবিমিশ্র দেশজ বাংলায় রচিত লোকসাহিত্য

দোভাষী ভাষায় রচিত পুঁথি সাহিত্য

- পুথি সাহিত্য আরবি, উর্দু, ফারসি ও হিন্দি ভাষার মিশ্রণে রচিত এক বিশেষ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য। আঠারো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল। এ সাহিত্যের রচয়িতা এবং পাঠক উভয়ই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়।
- হুগলির বালিয়া - হাফেজপুরের কবি ফকির গরীবুল্লাহ (আনু. ১৬৮০ - ১৭৭০) আমীর হামজা রচনা করে এ কাব্যধারার সূত্রপাত করেন। আরবদেশের ইতিহাস - পুরাণ মিশ্রিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত আমীর হামজা জঙ্গনামা বা যুদ্ধ বিষয়ক কাব্য।

পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক কে? *(১১তম বিসিএস)*

- ক. ভারতচন্দ্র রায়

খ. সৌলত কাজী

গ. সৈয়দ হামজা

ঘ. আবদুল হাকিম

ফকির গরীবুল্লাহ না থাকলে সৈয়দ হামজা

- পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক হলেন ফকির গরীবুল্লাহ। তিনি এবং তাঁর কাব্যধারা 'আমীর হামজা' (যা পরে সৈয়দ হামজা সম্পন্ন করেন) পুঁথি সাহিত্যের সূচনা করেন বলে মনে করা হয়।
- আমীর হামজার যুদ্ধজয়ের কাহিনী নিয়ে রচিত এবং ফারসি 'দস্তান-ই আমীর হামজা' অবলম্বনে লেখা এই কাব্যটি প্রথমে চট্টগ্রামের কবি আবদুন নবী ১৬৮৪ সালে রচনা করেন। (আবদুন নবীর কাব্যটি মূলত হাতে লেখা পান্ডুলিপিতে সীমাবদ্ধ ছিল, যা পরবর্তীতে ব্যাপক প্রচার লাভ করতে পারেনি)

একটাই পরামর্শ!

- মধ্যযুগীয় মুসলিম সাহিত্যিকদের ভাজা ভাজা করে ফেলবেন।

  (জন্মসাল, জন্মস্থান, রচনা, রাজসভা, রচনার বৈশিষ্ট্য সব!)